হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল

■ সমকাল প্রতিবেদক

গল্পটা ১৯২০ সালের। তখন তোড়জোড় চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১০

ওই সময়ে আজিমপুরে দুই জমিদার সতীশ চন্দ্র দাস ও সুবোধ চন্দ্র দাসের দান করা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বিদ্যালয়। ঢাকার পশ্চিম দিকের প্রথম বিদ্যালয় হওয়ায় এর নামকরণ করা হয় 'ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল'। পথচলার ৯৭টি বছর পেরিয়ে বিদ্যালয়টি ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ১

হারানো গৌরব

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

এখন শতবর্ষ উদযাপনের অপেক্ষায়। দীর্ঘ এই পথচলায় এ বিদ্যালয় থেকে জ্ঞানের আলো নিয়ে বেরিয়েছেন দেশের অনেক গুণীজন। তবে কালের বিবর্তনে বিদ্যালয়ের সাফল্যে পড়েছে ধুলোর আস্তরণ। আশপাশের স্বনামধন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে ক্রমেই নিম্নমুখী বিদ্যালয়টির ফল। এ অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের মতে, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মধ্য দিয়ে শতবর্ষে পদার্পণ করবে রাজধানীর আজিমপুরের অন্যতম প্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

আজিমপুরের সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা দিয়ে সামনে এগোতেই বিসি দাস স্ট্রিট। সেখানে ঢুকতেই নজরে আসে ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলের মূল ফটক। প্রায় চার একর জমির ওপর বিদ্যালয়টি নির্মাণ হলেও বর্তমানে শূন্য দশমিক ৬৭৫৮ একর জমির ওপরে বর্তমানে স্কুলটি অবস্থিত। এ বিদ্যালয়ে তিনটি তিনতলা ও দুটি দোতলা ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চলতি বছরে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার ৭০০।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, আজিমপুর এলাকায় প্রায় চার একর জমির ওপর ১৯২০ সালে ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলটি স্থাপিত হয়। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা করে প্রতিষ্ঠানটি। দ্রুতই স্কুলটি এলাকাবাসী ও অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। স্কুলটির প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন চাঁদ বক্স মিয়া। ১৯২০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩৯ সালের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. আর সি মজুমদার ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলের বিষ্ণুচরণ পাঠাগারের উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এ পাঠাগারে পাঁচ হাজারের বেশি বই রয়েছে। ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ এ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

বিদ্যালয়টির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৪ সালকে ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলের স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শামসুদ্দিন আহমদ। তার সময়ে বিদ্যালয়টির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের একটি স্মরণিকা থেকে জানা যায়, এ বিদ্যালয়ের ৩৭ ছাত্র বিভিন্ন সময় মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ডের মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছেন, যাদের মধ্যে দু'জন সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৪ সালের পর থেকে এমন ভালো ফলের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি।

বিদ্যালয়টির কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন– প্রধানমন্ত্রীর সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, বিসিএসআইআরের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এসএম ইমামুল হক, সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, কবি রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, সঙ্গীত পরিচালক আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, ছড়াকার আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম, সাবেক সচিব সোহেল আহমদ চৌধুরী, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, এএইচএম আবুল কাশেম, এহসানুল হক, এনসিটিবির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দকার আবদুল হান্নানসহ অনেকেই।

নিজের বিদ্যালয়ের হতশ্রী নিয়ে হতাশ প্রাক্তন ছাত্ররা। আমীরুল ইসলাম নিজের বিদ্যালয় নিয়ে লিখেছিলেন স্মৃতিগ্রন্থ 'ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল'। তিনি বললেন, 'এখন আর স্কুল প্রাঙ্গণে যেতে ইচ্ছা করে না। আমাদের সময় এখানে দুটি খেলার মাঠ ছিল। এখন সেখানে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বিদ্যালয়টি কংক্রিটের জঞ্জালে পরিণত করা হয়েছে।' স্কুলের ভবিষ্যতের বিষয়ে তিনি বলেন, 'ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাটিকেও আধুনিক করতে হবে। তাহলে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।'

ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি এবং বিসিআইসির সাবেক মহাব্যবস্থাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সমকালকে বলেন, '১৯৬২ সালে এই বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করেছি। আমাদের সময় এখানে স্কুলও ছিল কম। এখন স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে, সুতরাং প্রতিযোগিতাও বেড়েছে। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। সে সঙ্গে পরিচালনা পর্ষদ ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে সব বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণের বিষয়ে কঠোর থাকতে হবে। এসব করতে পারলে গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব।'

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবদুল জলিল বেপারী সমকালকে বলেন, 'বিগত কয়েক বছর ধরেই এখানে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব ছিল। এখন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকলেও বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক শিক্ষককে এখানে পড়ানোর অনুমতি দিয়েছি। ফলে শিক্ষক সংকট অনেকাংশে দূর হয়েছে। শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে, যেন তারা শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পাঠদান করাতে পারেন। নানা প্রতিবন্ধকতায় সব ভাবনার প্রতিফলন হচ্ছে না। তবে শতবর্ষ পূরণের আয়োজনটি আমাদের স্কুলের পুরনো গৌরব ফিরিয়ে এনেই করতে চাই।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের এখানকার ভবনগুলোর অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। ভবনগুলো পুরনো ও দুর্বল হওয়ায় ভূমিকম্প আতঙ্কে থাকতে হয়। সে সঙ্গে খেলার মাঠও নেই। ১৯২০ সালে নির্মিত পুরনো ভবনটি ভেঙে ১০তলা একটি আধুনিক ভবন নির্মাণের কথা আলোচনায় এসেছিল, পরবর্তী সময়ে তা থেমে যায়। সংকট উত্তরণে উদ্যোগ না নিলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এখানে ভর্তি করাবেন না।'